বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ ৮১১০
www.bapard.gov.bd; e-mail-dgbapard@yahoo.com

স্মারক নং ৪৭.৬৯.৩৫৫১.৩০০.৩২.০২১.২০.৬৭২ তারিখঃ ২৩/০৯/২০২০ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ উত্তম চর্চা (Best Practices) বিষয়ক প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর সূচক ৫.১ অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) এর উত্তম চর্চা (Best Practices) বিষয়ক প্রতিবেদন সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৪ পাতা।

২৩/৯/২০
মহাপরিচালক
ফোন: ০২-৬৬৫১২১৩

সচিব
পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
(দৃ:আ: সহকারী সচিব, প্রতিষ্ঠান শাখা-১)

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২০২১ এর সূচক ৫.১ অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) এর উত্তম চর্চার (Best Practices):

(১)

শিরোনাম: প্রশিক্ষণ পূর্বপ্রস্তুতির আওতায় স্টাফদের দিক নির্দেশনামূলক ক্যাম্পেইন এবং নিয়মিতভাবে আগাম প্রশিক্ষণের কর্মপরিকল্পণা ওয়েবসাইটে প্রকাশ।

ভূমিকা: একটি দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে ২০১২ সনের ৮ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া উপজেলায় জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পরিসরে প্রশিক্ষণ ও গবেষণার জন্য Centre of Excellence হিসেবে বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড) প্রতিষ্ঠিত হয়। একাডেমির প্রধান কাজ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ এবং গবেষণার মাধ্যমে কৃষি শিক্ষা ও ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন নতুন কৌশল, তত্ত্ব, জ্ঞান ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে গ্রামীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন। একাডেমির প্রশিক্ষণ বিভাগের তত্ত্বাবধানে মাসে ২ দিন প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিষ্ট স্টাফদের কাজের দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। এছাড়াও প্রশিক্ষণ বিভাগ থেকে সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পণা আগাম ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়। যার ফলে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করা যায়।

বর্ণনা: মানুষ জন্মগত ভাবেই কিছু না কিছু জ্ঞান ও বুদ্ধি নিয়ে এ পৃথিবীতে পদার্পন করেন। কিন্তু সে বুদ্ধিকে বিকাশ করার জন্য প্রয়োজন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের। বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)-এ প্রতিনিয়ত শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে রুপান্তর করা হয়। পূর্বে প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, কৃষি, মৎস্য, প্রানিসম্পদ কর্মকর্তাসহ ইউপি চেয়ারম্যান, পৌরমেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যানদের নিকট হতে তালিকা প্রেরণের অনুরোধ করা হতো, এ প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনে দীর্ঘ সময় লাগতো এবং জটিলতাও ছিল। নির্দষ্ট সময়ে প্রার্থীর তালিকা পাওয়া যেতনা এবং অনেকেই প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণে ব্যর্থ হতো। ফলে একাডেমির প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী যথাযথ ভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনায় জটিলতার সৃষ্টি হতো। প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে বর্তমানে দেশের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে আগ্রহী প্রার্থীগণকে অনলাইনে নিজস্ব ওয়েবসাইটে সরাসরি আবেদন করার জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ফলে স্বল্প সময়ে আগ্রহী প্রশিক্ষণার্থীগণ যথাযথভাবে অনলাইনে আবেদন করতে সক্ষম হচ্ছে এবং যথাসময়ে প্রশিক্ষণ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ সম্ভব হচ্ছে। প্রতি চলমান মাসের ৩০ তারিখে পরবর্তী মাসের কর্মপরিকল্পনা প্রশিক্ষণার্থীর অবগতির জন্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়। কোর্স শুরুর ১/২ দিন আগ থেকে প্রশিক্ষণার্থীদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে জানানো হয়। এই কার্যক্রমের ফলে প্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ সহজেই প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তথ্য পেয়ে সতর্ক এবং সচেতন হয়ে থাকেন ও নির্দিষ্ট সময়ে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

বাপার্ড প্রশিক্ষণ বিভাগের পক্ষ থেকে মাসের ২য় ও ৪র্থ সপ্তাহের মঙ্গলবার প্রশিক্ষণের সাথে সংশ্লিস্ট স্টাফদের দায়িত্ব, কর্তব্য এবং অধিক সতর্কতা অবলম্বনের জন্য দিক নির্দেশানমূলক ক্যাম্পেইন পরিচালনা করা হয়। এই ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে স্টাফদের সঠিক সময়ে উপস্থিত হওয়া, প্রশিক্ষণ কক্ষ পরিচ্ছন্ন রাখা, অফিস শৃঙ্খলা, কর্মোদ্যমতা এবং সচেতনতা সম্পর্কে ধারনা ও তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করা হয়। প্রতিটি বিষয়ে স্পষ্টভাবে তাদেরকে অবহিত করা হয় কখন কোন কাজটি কিভাবে সম্পাদন করতে হবে। স্টাফদের পক্ষ থেকে কোন ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হলে সমাধানের পন্থা বলা হয়। এর ফলে একটি প্রশিক্ষণ কোর্সকে সুচারুভাবে নিয়মতান্ত্রিকপন্থায়, পরিচ্ছন্ন ও আধুনিক উপায়ে সম্পন্ন করা যায়। ফলে তারা নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালনে উৎসাহিত ও সচেতন হন, এছাড়াও প্রশিক্ষণের গুণগতমান বৃদ্ধি পায়। এই কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও বেগবান করার লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ বিভাগ সর্বদা সচেস্ট ও আন্তরিক, নতুন নতুন কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সেবা প্রদান করা প্রশিক্ষণ বিভাগের মূল কাজ।

স্টাফদের দিক নির্দেশনা প্রদানকালীন সময়ের খন্ড চিত্র

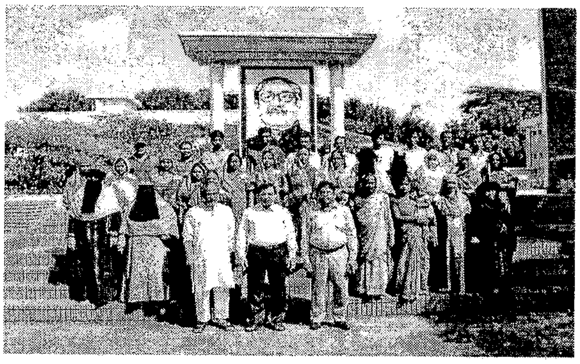

বঙ্গবন্ধু'র ম্যূরালে মহাপরিচালক মহোদয় ও পরিচালক মহোদয়দের সাথে সুফলভোগী প্রশিক্ষণার্থীদের চিত্র।

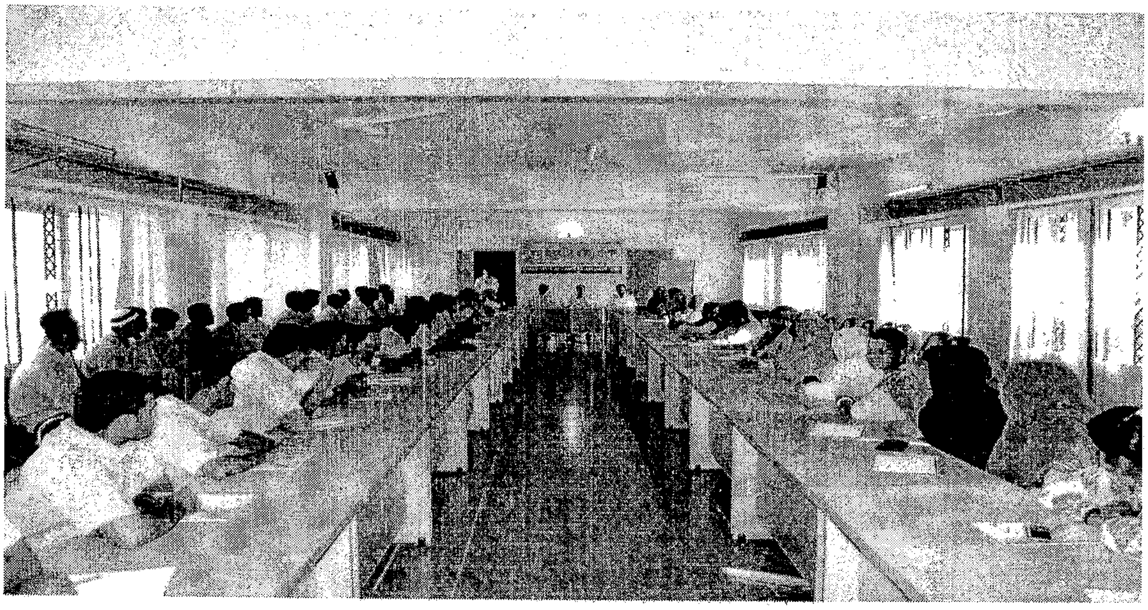

কর্মচারীদের প্রশিক্ষণকালীন সময়ের একটি চিত্র।

উপসংহার: ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্য-আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উত্তম চর্চা (Best Practice) একটি অন্যতম কার্যক্রম। সেবা প্রদানে উৎকর্ষ সাধনের জন্য সৃজনশীলতা অপরিহার্য। যে কোন প্রতিষ্ঠান উত্তম চর্চা (Best Practice) অন্যদের জন্য শিক্ষণীয় ও অনুকরণীয় হতে পারে। তাছাড়া, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উত্তম চর্চার সমষ্টিক প্রভাব দেশের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা-সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখতে পারে। তাই বাপার্ড এর প্রশিক্ষণ সেবা কার্যক্রম ও সচেতনতা দেশের জন্য সুফল বয়ে আনবে এবং বাপার্ড বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যাশা রাখে।

(২)

শিরোনামঃ প্লান্ট হেলথ ক্লিনিক

ভূমিকাঃ- পৃথিবীতে বসবাসরত বিপুল জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মিটাতে অল্প জমিতে অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য কৃষি বিজ্ঞানীরা কিছু পন্থা অবলম্বন করছেন, যেমনঃ অধিক উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ফসলের জাত ব্যবহার, অল্প জীবনকাল সম্পন্ন জাত ব্যবহার, কৃত্রিম সেচ পদ্ধতি, রাসায়নিক সার, বালাই ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এই সকল কারনে একদিকে যেমন মাটির উর্বরতা কমছে অন্যদিকে ফসলের বিভিন্ন রকম রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমন বাড়ছে। তাই ফসল আবাদ করাটা এখন আর সরল কোন কাজ নয়। আমাদের দেশে যারা সরাসরি কৃষি কাজের সাথে জড়িত তদের বেশির ভাগই দরিদ্র্য ও অক্ষর জ্ঞানহীন। তাই সরল কৃষি কাজ যে দিনে দিনে জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে তার হিসেব কষতে বেশিরভাগ সময় কৃষকরা ভুল করছে। আর সেখানেই প্রয়োজনিয়তা দেখা দিয়েছে কৃষি বিশেষজ্ঞদের।

বর্ণনাঃ- কৃষিখাতের এহেন পরিস্থিতি বিবেচনা করে বাপার্ড এই বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। বাপার্ড ক্যাম্পাসে তৈরি করা হয়েছে 'প্লান্ট হেলথ ক্লিনিক'। বাপার্ড পরিচালিত ভ্রাম্যমান কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রের মাধ্যমে স্থানীয় কৃষকদের এই ক্লিনিকের কথা জানানো হয়। কৃষকরা তাদের ফসলের নানাবিদ সমস্যা নিয়ে এখানে এসে বিশেষজ্ঞের নিকট থেকে সরসসরি পরামর্শ নিতে পারেন। এর আওতায় বিনা মূল্যে করাতে পারেন জমির মাটি পরিক্ষা এবং পিএইচ পরিক্ষা। মোবাইল ফোনের মাধ্যমেও কৃষি বিশেষজ্ঞের নিকট থেকে জানা যায় পরামর্শ। এতে করে সাক্ষাতের প্রয়োজন হয় না কৃষকের, বেচে যায় অর্থ ও সময়। ফসলের রোগ-বালাই বিবেচনা করে ক্লিনিক থেকেই দেয়া হয় পরামর্শ বা প্রেসক্রিপশন। কৃষির উন্নয়নের লক্ষেই 'প্লান্ট হেলথ ক্লিনিক' এর যাত্রা শুরু হয়েছে।

<u>উপসংহারঃ-</u> কৃষকরাই পৃথিবির সকল মানুষের জন্য খাদ্য উৎপাদনের মত মহৎ কাজটি করেন। এই কৃষিকে বাদ দিয়ে মানব সভ্যতার উন্নয়নের কথা চিন্তা করা যায় না। বাপার্ড 'প্লান্ট হেলথ ক্লিনিক' এর মাধ্যমে কৃষকের ফসলের বিভিন্ন রোগ-বালাই ও সমস্যা সমাধানের যে শুভ কাজের যাত্রা শুরু করেছে তা প্রশংসার যোগ্য। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এটি একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। এই ক্লিনিক কে বৃহৎ আকারে পরিচালনা করা গেলে কৃষি খাতে উন্নয়নের পাশাপাশি বাপার্ড এর ব্যপক সুনাম অর্জিত হবে।

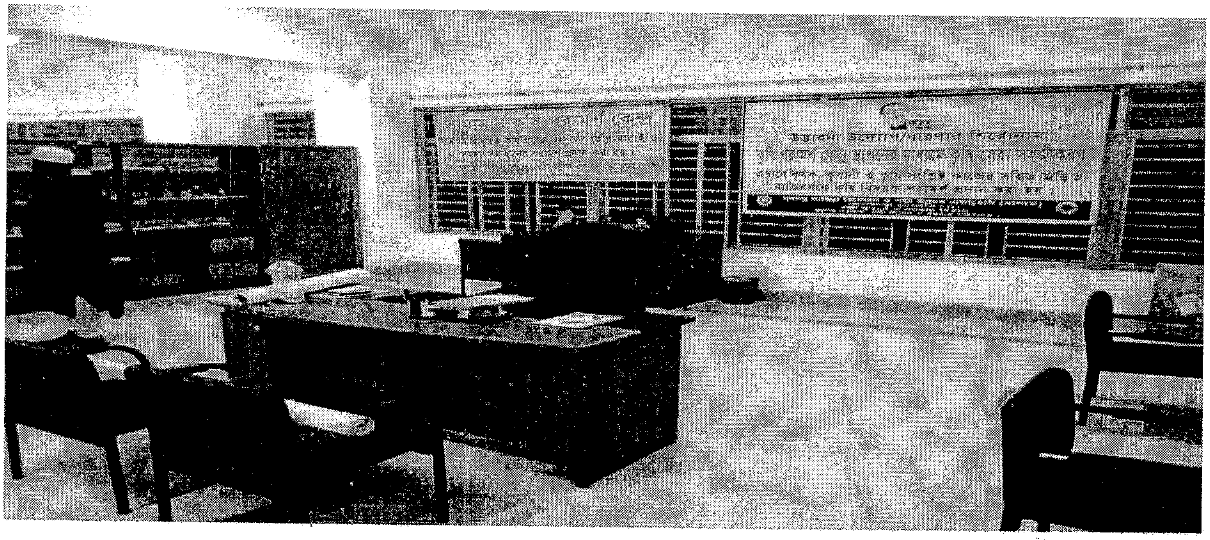

২৩/০৭/২০২০
মাহামুদুল হাসান
লাইব্রেরিয়ান
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ-৮১১০

২৩/৭/২০২০
মোঃ আব্দুল গণি মিনা
উপ পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)
বঙ্গবন্ধু দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (বাপার্ড)
[illegible]পাড়া, গোপালগঞ্জ।